প্রজাপতির ডানা যেনো প্রকৃতিরই গান,
ওদের রক্ষা করলেই বাঁচে প্রকৃতি ও প্রাণ

সার্বিক সহযোগিতা ও প্রচারেঃ

Entomological Society of Chittagong University
ESCU
Since 2023

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বন অধিদপ্তর

صندوق محمد بن زايد
للمحافظة على الكائنات الحية
The Mohamed bin Zayed SPECIES CONSERVATION FUND

প্রজাপতিঃ যেনো প্রকৃতির এক অবাক বিস্ময়!

ছবিঃ কমন জেজেবেল প্রজাপতি

প্রজাপতিঃ রঙিন ডানার ছোট্ট বিস্ময়

আমাদের এ পৃথিবীতে প্রায় ৮৭ লাখ জীবের বসবাস, যাদের মাঝে সবচেয়ে বিস্ময়কর ও নান্দনিক জীব বলা যায় বর্ণিল ডানার প্রজাপতিকে। ডানায় বিদ্যমান বিশেষ ধরণের আঁশ (Scale) প্রজাপতিকে করে তুলেছে রঙিন ও ঝলমলে। আর তাইতো জীববিজ্ঞানে এদেরকে কীটপতঙ্গ শ্রেণীর 'লেপিডোপটেরা' নামক বর্গে শ্রেণিবিন্যাস করা হয় (*Lepidos* =আঁশ + *pteron* =ডানা)। প্রজাপতি ছাড়াও এ দলে রয়েছে মথ নামের আরেক ধরণের পতঙ্গ যাদের এক বিরাট অংশই নিশাচর। মথ ও প্রজাপতির এ দলটি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম জীবদল!

পৃথিবীতে কত ধরণের প্রজাপতি আছে?

পুরো পৃথিবীতে রয়েছে প্রায় ২৫০০০ প্রজাতির প্রজাপতি যার মাঝে প্রায় ৫০০ টি প্রজাতির প্রজাপতির দেখা মিলে আমাদের দেশে। অন্যদিকে সমগ্র পৃথিবীতে রয়েছে দেড় লাখেরও অধিক প্রজাতির মথের বিচরণ যাদের মাঝে প্রায় দেড় হাজার প্রজাতি আমাদের দেশ থেকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

কয়েকটি মজার তথ্য!

১। প্রজাপতি শীতল রক্তবিশিষ্ট প্রাণী। তাই প্রতিদিন রোদের আলোয় শরীর উষ্ণ করে নিতে হয় উড়ন পেশীগুলোকে কর্মক্ষম করে তোলার জন্য।

২। অনেক প্রজাতির প্রজাপতি পরিযায়ী। মোনার্ক নামক এক প্রজাতির প্রজাপতি উত্তর আমেরিকা ও কানাডা হতে প্রতি বছর শীতকালে প্রায় ৩০০০ মাইল পাড়ি দিয়ে মেক্সিকো পৌঁছায়।

৩। যদিও পূর্ণবয়স্ক প্রজাপতির প্রধান খাবার বিভিন্ন ফুলের মধু, অধিকাংশ প্রজাতির পুরুষ সদস্য বিভিন্ন প্রাণীর মল-মূত্র, গলিত মৃতদেহ, ভেজা মাটি ইত্যাদি হতে লবণ ও আয়ন শোষণ করে যা সঙ্গমকালে এরা স্ত্রীদেহে স্থানান্তর করে। এসব রাসায়নিক স্ত্রীদেহে বিদ্যমান ডিমের পুষ্টি যোগায়।

প্রজাপতির জীবনচক্র

একটি প্রজাপতির জীবনে রয়েছে চারটি ধাপ। ডিম (Egg), শুঁয়াপোকা (Caterpillar), পুত্তলী (Pupa), ও পূর্ণবয়স্ক (Adult)। প্রজাতিভেদে এ জীবনচক্র সমাপ্ত করতে কয়েক দিন হতে প্রায় এক বছর পর্যন্ত লাগতে পারে।

ডিম

স্ত্রী প্রজাপতি নির্দিষ্ট ধরণের গাছে এক বা একাধিক ডিম পাড়ে।

শুঁয়াপোকা

ডিম ফুটে বেরিয়ে আসে শুঁয়াপোকা যারা মূলত বিভিন্ন উদ্ভিদ খেয়ে বাঁচে।

পুত্তলী

শুঁয়াপোকা দশা শেষ করে খোলস মোচনের দ্বারা এরা পরিণত হয় পুত্তলী নামক দশায়। যে অবস্থায় এদের দেহের মাঝে নানাবিধ শারীরবৃত্তিক পরিবর্তনের দ্বারা ধীরে ধীরে গঠিত হয় ডানা ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

পূর্ণবয়স্ক

পূর্ণবয়স্ক প্রজাপতি প্রধানত বিভিন্ন ফুলের মধু খেয়ে বাঁচে। এবং প্রজনন শেষে এদের জীবনের সমাপ্তি ঘটে থাকে।

প্রজাপতি ও মথের গুরুত্ব

১। বিভিন্ন উদ্ভিদের পরাগায়নে প্রজাপতি ও মথের রয়েছে বিশেষ অবদান। এদের ছাড়া আমাদের আশেপাশের অধিকাংশ উদ্ভিদই বাঁচতে পারে না। যেমনঃ পেঁপে গাছের পরাগায়ন ঘটে রাত্রিবেলায় বিশেষ এক ধরণের মথের সাহায্যে। এসব মথ না থাকলে পেঁপের ফলন হবে না।

২। বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায় এদের অবদান অনস্বীকার্য। পাখি, সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী বিভিন্ন প্রাণী শুঁয়াপোকা খেয়ে বাঁচে। অন্যদিকে পূর্ণবয়স্ক অবস্থাতেও এরা অন্যান্য জীবের খাদ্যের যোগান হয়ে প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখে।

৩। আমাদের ব্যবহার্য পোষাকের মূল উপাদান রেশমী সুতা পাওয়া যায় 'রেশম মথ' নামের কিছু বিশেষ প্রজাতির মথ হতে। এসব মথের শুঁয়াপোকা পুত্তলী অবস্থায় পৌঁছানোর সময় রেশম ক্ষরণ করে এর চারপাশে কোকুনের আবরণী গঠন করে, যা হতে চীন, ভারত, বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশে রেশমী সূতা আহরণ করা হয়।

৪। এছাড়াও আফ্রিকা, ভারত, ও দক্ষিণ এশিয়ার অনেক অঞ্চলে বিভিন্ন প্রজাতির মথ ও প্রজাপতির শুঁয়াপোকা ও পুত্তলী মানুষ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। পাশাপাশি, চিকিৎসা শাস্ত্রে এদের রোগ নিরাময়ের সম্ভাব্যতা নিয়ে চলছে বিস্তর গবেষণা।

শুধু আমাদের সুন্দরবনে পাওয়া যায় এমন এক প্রজাপতি

'সুন্দরবনের কাক' নামের একটি বিশেষ প্রজাতির প্রজাপতি রয়েছে (ইংরেজি নামঃ Sundarban's Crow Butterfly ও বৈজ্ঞানিক নামঃ *Euploea crameri nicevillei*) যাদেরকে পুরো পৃথিবীতে একমাত্র আমাদের সুন্দরবনেই পাওয়া যায়। দুর্ভাগ্যবশত, মানবসৃষ্ট নানাবিধ কারণে যেমনঃ পরিবেশ দূষণ, বনায়ন ধ্বংস করা, অধিক মাত্রায় গাছ কাটা ইত্যাদি কারণে এ প্রজাপতিটি মহাবিপন্ন। হয়ত অচিরেই বিলুপ্ত হবে আমাদের দেশের জাতীয় সম্পদ এই প্রজাপতি।

এদের বাঁচাতে করণীয়

১। পরিবেশ দূষণ না করা। সর্বাবস্থায় ময়লা আবর্জনা ডাস্টবিন কিংবা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা।

২। বাড়ির আঙিনায় প্রচুর দেশজ ফুল ও ফলের গাছ লাগানো। যেমনঃ বাতাবী লেবু, কদম, সোনালু, করমচা, কৃষ্ণচূড়া, আকন্দ, নুনিয়া, তেলাকুচা, ছাতিম, রঙ্গন ইত্যাদি।

৩। কৃষিক্ষেতে কীটনাশক ও ক্ষতিকর রাসায়নিকের অপব্যবহার না করা।

৪। প্রজাপতি সম্পর্কে জানা ও অন্যকে জানানো।

৫। এদের নিয়ে গবেষণা ও সংরক্ষণে আগ্রহী হওয়া।

৬। শুঁয়াপোকা (বিচ্ছু/ ছ্যাঙ্গা) বিষাক্ত নয়। লোমশ শুঁয়াপোকার স্পর্শে এলার্জিক প্রতিক্রিয়া হতে পারে, তবে এটি আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর নয়। শুঁয়াপোকা এড়িয়ে যাওয়া উত্তম, তবে মেরে ফেলা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। তাই আমরা সর্বাবস্থায় প্রজাপতি ও মথের শুঁয়াপোকা কিংবা এদের জীবনের কোনো দশাকেই ধ্বংস করবো না।

৭। ঝোপঝাড় ও বনাঞ্চল ধ্বংস না করে বাড়তে দেয়া উচিৎ। কারণ প্রতিটি উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল প্রজাপতি সহ অজস্র জীব। এদের সবার সহাবস্থান আমাদের মানুষের জন্যই আবশ্যক। এদের ছাড়া ক্ষতিগ্রস্থ হবে পরিবেশ ও এর বিরূপ প্রভাব পড়বে মানুষের জীবনযাত্রায়। কারণ, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান সহ আমাদের সবকিছুই পাই পরিবেশ থেকে।

ছবিঃ সুন্দরবনের কাক প্রজাপতি